দৈনিক ইনকিলাব

18 JUN 2003

চ'বি'র বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির সময় বিনা রসিদে টাকা গ্রহণের অভিযোগ

মদহুল কবীর ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির সময় প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বিনা রসিদে টাকা গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিনা রসিদে গৃহীত এ টাকার পরিমাণ বিভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন। বিভাগ ভেদে ২০০ টাকা থেকে আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে। বছর বছর বাড়ছে এ টাকার পরিমাণ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তির সময় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দুই দফায় টাকা দিতে হয়। প্রথমে নিজ নিজ বিভাগে টাকা দিয়ে ভর্তি ফরম নিতে হয় এবং পরে ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে ভর্তি হতে হয়। ব্যাংকে জমা দেয়া টাকার পরিমাণ সবার জন্য নির্দিষ্ট থাকলেও বিভাগীয় খাতে জমা দেয়া টাকার পরিমাণ বিভাগ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অংকের। বিভাগগুলো নিজের ইচ্ছামত টাকা আদায় করে থাকে। একই অনুষদের অধীনস্থ বিভাগসমূহের মধ্যেও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন অংকের টাকা আদায় করা হয়। ছাত্র উন্নয়ন, সেমিনার, এসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন খাতের নাম দিয়ে বিভাগগুলো টাকা আদায় করে থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে টাকা জমাদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কোন রসিদ দেয়া হয় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা জানতেও পারে না কোন খাতে কত টাকা নেয়া হচ্ছে।

ছাত্র কল্যাণের নামে বিভাগসমূহ এই টাকা নিচ্ছে অথচ ভর্তির সময় ব্যাংকে যে টাকা নেয়া হচ্ছে তাতে ছাত্র কল্যাণ বাবদ একটা ফি নির্ধারিত আছে।

বিভাগসমূহে বিনা রসিদে গৃহীত এ অর্থের পরিমাণও এক নয়। একেক বিভাগে একেক রকম। অর্থনীতি বিভাগে নেয়া হচ্ছে ১২০০ টাকা। এ বিভাগে ৭০০ টাকা অর্থনীতি সমিতির নামে নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

বাণিজ্য অনুষদের বিভাগসমূহে কম্পিউটার ফি বাবদ ২০০০ টাকাসহ বিভিন্ন খাতে মোট ২৫০০ টাকা নেয়া হচ্ছে।

পরিসংখ্যান বিভাগে আদায় করা হচ্ছে ৯০০ টাকা। এ বিভাগে কম্পিউটার পরিসংখ্যান সমিতি সেমিনার, সিলেবাস ইত্যাদি খাতে এ টাকা নেয়া হচ্ছে।

তাছাড়া নৃবিজ্ঞান বিভাগে ৯০০ টাকা, বায়োক্যামেস্ট্রিতে ৭০০ টাকা, গণিতে ৫০০ টাকা, ইংরেজী বিভাগে ৪৮০ টাকা, রসায়ন বিভাগে ৫০০ টাকা, দর্শন বিভাগে ৪০০ টাকা, সাংবাদিকতা বিভাগে ৫০০ টাকা, ইতিহাস বিভাগে ৩৫০ টাকা, প্রাণী বিদ্যায় ৩৬০ টাকা, উদ্ভিদ বিদ্যা ও বাংলা বিভাগে ২০০ টাকা করে; মেরিন সায়েন্স ইনস্টিটিউটে ৩০০ টাকা করে বিনা রসিদে আদায় করা হচ্ছে।

বিভাগীয় খাতে আদায়কৃত এ টাকার পরিমাণও বছর বছর বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয় খাতে ব্যাংকে টাকা গ্রহণের পাশাপাশি বিভাগেও মোটা অংকের টাকা আদায় করায় ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলোও এটা বন্ধ করার দাবীতে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এ কে এম নুরুদ্দীন চৌধুরীর সাথে আলাপকালে তিনি জানান, এটাতো দীর্ঘদিন ধরেই নেয়া হচ্ছে। এ বিষয়টি দেখার জন্য তিনদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।